তারিখ ... AUG 02 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

দৈনিক ইনকিলাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কনসালটেন্সি

শাহ আহমদ রেজা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সম্প্রতি একাধিক উপলক্ষে সংবাদ শিরোনাম হয়েছেন। দেশের প্রধান এবং মাত্র কিছুকাল আগে পর্যন্তও সবচেয়ে সম্মানিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়ে প্রায় নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রকাশিত হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে আজকাল তেমন কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয় না— যেগুলো জনগণের স্বাভাবিক প্রত্যাশাকে পূরণ করবে কিংবা কোনো কৃতিত্ব অর্জনের প্রেক্ষিতে করবে গর্বিত এবং আনন্দিত। পরিস্থিতি বরং বহুদিন ধরে বিপরীতমুখী হয়ে রয়েছে। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নোংরা রাজনীতি, ক্ষমতাসীনদের নির্লজ্জ স্তাবকতা, নিয়মিতভাবে ক্লাস না নেয়া, পরীক্ষার খাতা দেখায় অস্বাভাবিক বিলম্ব করা, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, উচ্চ শিক্ষার নামে বিদেশে যাওয়ার পর ফিরে না আসা, অবৈধভাবে ছুটি কাটানো এবং কনসালটেন্সির নামে বাইরে চাকরি করার মতো অনেক কারণেই অভিযোগ রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। অত্যন্ত, লজ্জাকর বলে উচ্ছৃংখলতা ও ব্যভিচার সংক্রান্ত অভিযোগ প্রসঙ্গে না গিয়ে এখানে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, এসব অভিযোগ যেমন অনেক উপলক্ষে প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি সাধারণভাবে পরিস্থিতি এখনো রয়ে গেছে অবনতিশীল।

বহুল আলোচিত হলেও বিষয়গুলো বারবার উপস্থাপিত হওয়া উচিত প্রধানতঃ এজন্য যে, সংবাদে যারা আসেন, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, রাজধানীর পুলিশ কিংবা দুর্নীতিপরায়ণ হিসেবে পরিচিত কোনো চাকরিজীবী সম্প্রদায় নয়। বর্তমান নিবন্ধেও বিশেষ একটি অভিযোগ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা হবে। কিন্তু তার আগে অন্য একটি খবরের উল্লেখ করা যাক— যেখানে আশান্বিত ও গর্বিত হওয়ার মতো উপাদান রয়েছে। গত শনিবার দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতকে ট্রানজিট দেয়ার সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন এবং উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে এবং সার্বভৌমত্বের ওপর বাইরের হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত হবে। দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে তারা জাতীয় সংসদে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠানের এবং জনমত যাচাই করার জন্যও সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছেন।

ভারতের স্বার্থোদ্ধারে ব্যস্ত বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এই দাবী ও অভিমতের প্রতি আদৌ কোনো গুরুত্ব দেবে কি-না, সেটা বড় কথা নয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো, বহুদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে অত্যন্ত বলিষ্ঠ একটি প্রশংসনীয় ভূমিকা নেয়া হয়েছে। জাতি ঠিক এরকম অবস্থানেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকদের দেখতে চায়। তারা আশা করে, শিক্ষকতা এবং গবেষণায় ব্যস্ত শিক্ষকরা একই সঙ্গে সংকটকালে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ভূমিকা রাখবেন এবং দেশপ্রেমিকদের অবস্থান থেকে কল্যাণমুখী দিকনির্দেশনা দেবেন। জনগণ শিক্ষকদেরকে এমন সম্মানজনক অবস্থানে দেখতে চায়, যখন যে কোনো জাতীয় প্রশ্নে তাদের পরামর্শ গ্রহণ না করে সরকারের উপায় থাকবে না। কারণ, শিক্ষকদের পেছনে থাকবে জনসমর্থন এবং জাতির বিবেক হিসেবে শিক্ষকরা মূলত জনমতেরই প্রকাশ ঘটাবেন।

কিন্তু বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতি কি জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করার কাছাকাছি রয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর হবে নেতিবাচক এবং এর কারণের জন্যও সর্বাংশে দায়ী আসলে শিক্ষকরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে উপস্থাপিত কয়েকটি অভিযোগের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে, পরিস্থিতি এখনো অপরিবর্তিত এবং অবনতিশীলই রয়ে গেছে। এরকম একটি প্রসঙ্গে সম্প্রতি আরো একবার ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গটি অনেক পুরনো এবং তা হলো বেআইনীভাবে বাইরে কনসালটেন্সি করা। ক'দিন আগে, গত ২৭ জুলাই একটি ইংরেজী দৈনিকে দ্বিতীয় প্রধান খবরে জানানো হয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক যথাযথ অনুমতি না নিয়েই বিভিন্ন দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানে কনসালট্যান্ট হিসেবে চাকরি করছেন এবং অনেকে করছেন বছরের পর বছর ধরে। বাইরের ব্যস্ততার কারণে শিক্ষকরা নিয়মিতভাবে ক্লাস নিতে এবং শিক্ষা ও গবেষণা কাজে মনোযোগ দিতে পারছেন না। ফলে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা এবং বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম। এ প্রসঙ্গে উদ্বেগজনক তথ্যটি হলো, দোষী কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি, বরং ব্যবস্থা না নেয়াই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, দায়িত্বশীল সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, কর্তৃপক্ষের নোটিশ এবং সুনির্দিষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কোনো বিভাগ বা ইনস্টিটিউটের প্রধানই এ পর্যন্ত কনসালট্যান্ট শিক্ষকদের নামের তালিকা পর্যন্ত জানাননি কর্তৃপক্ষকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অনিয়ম এবং শিক্ষকদের বেআইনী কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আশংকাজনক এবং নিন্দনীয়। আমরা মনে করি, পরিস্থিতিতে অবশ্যই ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো দরকার। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কঠোরতার সঙ্গে উদ্যোগী হয়ে উঠতে হবে। সুনির্দিষ্ট নির্দেশও কেন উপেক্ষিত হয়, দায়িত্বপ্রাপ্তরা নিজেরাও কনসালটেন্সির নামে বেআইনী কার্যকলাপে জড়িত কি-না, শিক্ষক এবং দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে গোপনে কোনো লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে কি-না— এসব বিষয় খতিয়ে দেখা দরকার। সেই সঙ্গে এমনভাবে আইন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তা প্রচার করা দরকার, যাতে কোনো প্রতিষ্ঠানই কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়া কোনো শিক্ষককে কনসাল্ট্যান্ট হিসেবে নিযুক্তি না দিতে পারে। আমরা এ প্রসঙ্গে শিক্ষকদের হীন মানসিকতা ও অর্থ লিপ্সার দিককে প্রাধান্যে আনতে চাই। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশপ্রেম বা দেশোদ্ধারের মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষকরা কনসালটেন্সিতে যান না, তারা জড়িত হন বাড়তি এবং বেশী আয়ের খোলামেলা উদ্দেশ্য নিয়ে। আমরা মনে করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য এ ধরনের মানসিকতা শুধু আপত্তিকর নয়, হীন এবং ন্যক্কারজনকও। অর্থ আয়কে এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে তারা এমন কোনো দুর্নীতিপূর্ণ বিভাগে চাকরি নিতে পারতেন, যেখানে বাড়তি আয়ের সুযোগ রয়েছে কিংবা যেতে পারতেন চোরাচালানের মতো কোনো ব্যবসায়ও। আমাদের ধারণা, অনেকের জন্য এখনো সময় পেরিয়ে যায়নি, তারা এখনো অন্ততঃ ব্যবসায়ীতে পরিণত হতে পারেন। এতে তাদের নিজেদের যেমন, সমগ্র জাতিরও তেমনি মঙ্গল হতে পারে।

আমরা মনে করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি ব্যবহার করে কনসালটেন্সির নামে বাইরের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং সমগ্র জাতিকে অসম্মানিত করার নৈতিক অধিকার নেই কোনো শিক্ষকের। আমরা তাই শিক্ষক নামধারী সকল অর্থলিপ্সু ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানাই।